بسم الله الرحمن الرحيم

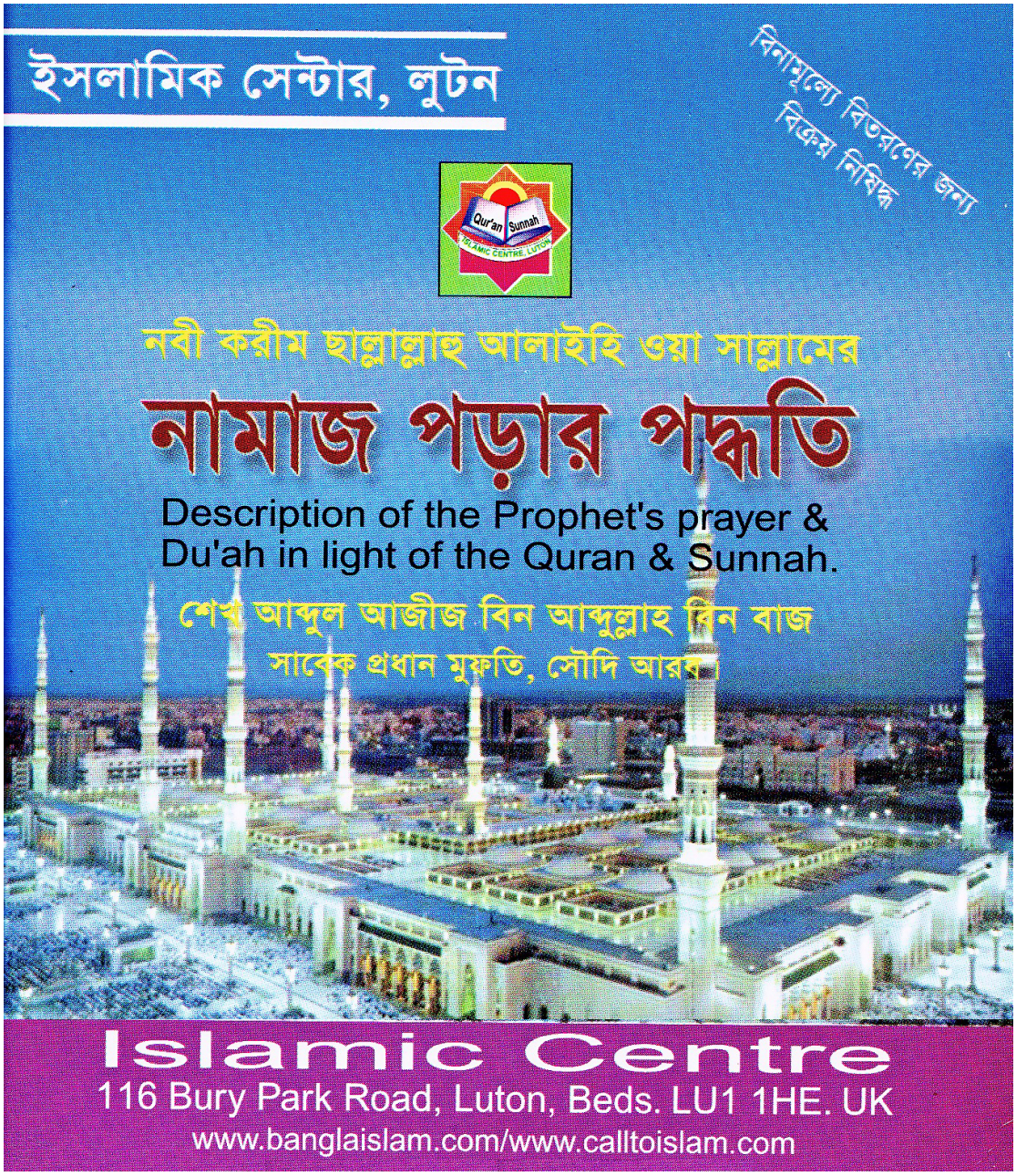

ভূমিকা

নাহমাদুহু ওয়ানুছল্লি আ'লা রাসূলিহিল কারীম আম্মাবাদ! মহান রাব্বুল আ'লামীন মানব ও জিন জাতিকে বিশেষ এক লক্ষে সৃষ্টি করেছেন। যেমন তিনি বলেন, 'আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি' (সূরা জারিয়াত-৫৬)। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার সৃষ্টিকর্তার ইবাদত করতে হবে। ছালাত তথা নামায একটি বড় ধরণের ইবাদত। ছালাত অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর তরিকা অনুযায়ী হতে হবে, এতে সামান্য পরিমান সংযোজন বা বিয়োজন করার এখতিয়ার কারোরই নেই। মহান আল্লাহ বলেন, রাসূল যা দেন তা গ্রহণ কর, আর যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক' (সূরা হাশর-৭)। তাছাড়াও স্বয়ং মহানবী (ছাঃ) নিজেই বলেছেন, 'তোমরা আমাকে যে ভাবে ছালাত পড়তে দেখ ঠিক সে ভাবে ছালাত আদায় কর' (বুখারী ও মুসলিম)। তাই ছালাতের প্রতিটি নিয়ম কানুনই হুবহু রাসূল (ছাঃ) এর পদ্ধতি অনুযায়ী সম্পাদন করতে হবে। নতুবা ছালাত পরিপূর্ণ রূপে শুদ্ধ হবে না। আল্লাহ তা'আলা রাসূল (ছাঃ) কেই সব কিছুর ফায়ছালা দানকারী হিসাবে গ্রহণ করা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন মুমিনদেরকে যখন তাদের মধ্যে বিচার মীমাংসার জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহবান করা হয় তখন তাদের বক্তব্য হওয়া উচিত আমরা শুনলাম এবং মানলাম আর তারাই হচ্ছে সফল কাম। (সূরা নূর-৫১)

অর্থাৎ কোন রূপ দ্বিধা সংশয় ছাড়াই মহানবীর ফয়ছালা মেনে নিতে হবে।

মহান আল্লাহ আরো বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথ ভ্রষ্টতায় পতিত হয় (সূরা আহযাব-৩৬) আল্লাহ অন্যত্র বলেন, অতএব তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা কখনও মুমিন হতে পারবেনা- যে পর্যন্ত আপনাকে (রাসূল (ছাঃ) কে) তাদের অভ্যন্তরীণ বিরোধের বিচারক না করে, তৎপর আপনি যে বিচার করবেন তা দ্বিধাহীন অন্তরে গ্রহণ না করে এবং ওটা শান্তভাবে পরিগ্রহণ করে' (সূরা নিসা-৬৫)। উপস্থাপিত আয়াতগুলো ও হাদীছ দ্বারা একথা পরিস্কার যে, রাসূলের আদেশ-নিষেধ ও পদ্ধতির ব্যাপারে সামান্যতম ভিন্ন মত পোষণের ক্ষমতা কারো নেই, তিনি যত বড় আলেম, পীর, বুযুর্গ, ইমাম যেই হোন না কেন। সকল কেই শেষ নবীর বিধান দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নিতে হবে। রায় বা কিয়াসের আশ্রয় না নিয়ে সকল কাজে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহকেই প্রাধাণ্য দিতে হবে। চার মাযহাবের ইমামগণ সে দিকেই জোরালো ভাবে ইঙ্গিত করেছেন। যেমন ইমামে আযম আবু হানিফা (রাহঃ) বলেন, যখন ছহীহ্ হাদীছ পাবে, যেনো সেটাই আমার মাযহাব' (ইবনু আবেদনী, শামী হাশিয়া রাদ্দুল মুহতার [বৈরুত ঃ দারুল ফিকর ১৩৯৯/১৩৭৯] ১/৬৭পৃঃ আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী, মীযানুল কুবরা, [দিল্লী ১২৮৬ হিঃ ১/৩০পৃঃ] চার মাযহাবের ইমাম [ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ) (৮০-১৫০হিঃ), ইমাম মালেক (রাহঃ) (৯৩-১৭৯ হিঃ) ইমাম শাফেঈ (রাহঃ) (১৬৪-২৪১ হিঃ)] সকলেই তাদের তাক্বলীদ তথা দ্বীনী বিষয়ে অন্ধ অনুসরণ বর্জন করে ছহীহ হাদীছ

অনুযায়ী আমল করার জন্য সকলকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন (মীযানুল কুবরা ১/৬০পৃঃ)। বুঝা যাচ্ছে চার মাযহাবের ইমামের কেউই স্বীয় মাযহাবের তাক্বলীদ বা অন্ধ অনুসরণ করার নির্দেশ দেন নি। বরং ছহীহ হাদীছ পাওয়ার সাথে সাথেই সে টিকেই অগ্রাধিকার দেয়ার ব্যাপারে তাকীদ করেছেন। ''চারশত হিজরীতে মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হয়। ৪০০ হিজরীর পূর্বে কোন মাযহাব ছিল না। (শাহ অলিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ. ১/১৫২-৫৩)। কিন্তু দুঃখ জনক হলেও সত্যি যে আমরা (মুসলিম উম্মাহ) বহু পূর্ব থেকে বিভিন্ন মাযহাব, তরিকা, ইমাম, পীর ইত্যাদির নাম দিয়ে বিভক্ত হয়ে আছি। আমাদের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ আমাদের অনুসরণীয় আদর্শ নেতা একমাত্র মুহাম্মদ ছাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, একমাত্র মান্য বিধান অহি-র বিধান (কুরআন ও ছহীহ হাদীছ) হওয়া সত্তেও আজ আমরা ব্যক্তি কেন্দ্রীক (মানুষের নামে) বিভিন্ন মাযহার, ইমাম, পীর, দল ও পূর্ব পুরুষদের দোহাই দিয়ে বিভক্ত হয়েই আছি এবং প্রত্যেকে নিজেদেরকে হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে দাবি করছি।

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেনঃ ''আর তোমরা পরস্পরে বিবাদ কর না তা হলে অকর্মন্য হয়ে পড়বে এবং তোমাদের শক্তি হারিয়ে যাবে'' (সূরা আনফাল- ৪৬)

অন্যত্র বলেনঃ- ''আর মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। যারা তাদের দ্বীনে বিভেদ সৃষ্টি করেছে আর নিজেরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে আনন্দিত (সূরা রুম-৩১-৩২)

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ- তোমার পালন কর্তা যাদেরকে অনুগ্রহ করেন তারা ব্যতীত অন্যান্যরা সর্বদা মতভেদ করতেই থাকবে। (সূরা হুদ- ১১৮-১১৯)

আজ মুসলিম উম্মাহ চার মাযহাবের নামে ও বিভিন্ন তরিকার নামে বিভক্ত হয়ে আছে। এক মাযহাব একটিকে হালাল বললে অন্য মাযহাব এটাকে হারাম বলছে। অর্থাৎ মাযহাব বা তরিকা গুলো দিয়ে হালাল-হারাম জায়েজ-নাজায়েজ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। অথচ এটা করার একমাত্র এখতিয়ার আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার এবং তদীয় রাসূল মুহাম্মদ (ছাঃ) এর। আমাদের (মুসলিম উম্মাহের) স্বর্ণযুগের মানুষ গুলো [সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)] একমাত্র, শুধুমাত্র, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ কে নিজেদের আদর্শ হিসাবে গ্রহন করে ছিলেন বলেই তারা জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন, হতে পেরেছেন স্বর্ণযুগের মানুষ।

আজ আমরা যদি জান্নাতী সেই সুসংবাদ প্রাপ্ত দলের অংশীদার হতে চাই তবে আমাদেরকে মাযহাবের দোহাই, পূর্বপুরুষের দোহাই, তরিকা বা ইমামের, বড় নেতা বা বুজুর্গের দোহাই না দিয়ে পবিত্র কুরআন ও রাসূল (ছাঃ) এর ছহীহ সুন্নাহর দিকে ফিরে যেতে হবে, তাতেই নিহিত রয়েছে মুক্তি। আমাদের সালফে সালেহীনগণ (পূর্ববর্তী নেককারগণ) বিশেষ করে [ইমাম আবু হানিফা, শাফেঈ, মালিক, আহমদ বিন হাম্বল (রাহঃ)] যাদের নাম দিয়ে মাযহাব তৈরী করা হয়েছে। তারা তাদের নামে মাযহাব

তৈরী করার কথা বলেননি। তারা সকলেই বলেছেন **"ইযা ছাহ্হাল হাদীছু ফাহুয়া মাযহাবী"**

অর্থাৎ যেন রেখ বিশুদ্ধ হাদীছে যা পাইবে তাহাই আমাদের মাযহাব বা পথ।

তাই আসুন! হক পন্থী আলেমদের কাছ থেকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ্ হাদীছের Reference (দলীল) সহ যেনে নিয়ে আমাদের আমল সমূহ সংশোধন করি। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেনঃ "যে বিষয়ে তোমাদের জানা নেই তাহা জ্ঞানীদের কাছ থেকে যেনে নাও দলীল সহকারে।" (সূরা নাহল-৪৩-৪৪)

অতএব যারা ইসালাম সম্পর্কে জানেন (আলেম বা জ্ঞানী) তাদের কাছ থেকে আমাদেরকে কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীছের দলীল সহ যেনে নিয়ে ইবাদত বন্দেগী করতে হবে। তবেই **ইনশাআল্লাহ** আমরা সঠিক পথে চলতে পারবো।

তাই আসুন! নামায সহ প্রত্যেকটা ইবাদত করার ক্ষেত্রে দলমত নির্বিশেষে আমরা সকলেই মাযহাবী সংকীর্ণতা, পূর্ব পুরুষের দোহাই ও তাক্বলীদের জিঞ্জির ছিন্ন করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহকে নিঃশর্ত ভাবে মেনে নিই। আমাদের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সার্বিক জীবন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঢেলে সাজাই। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন। আমীন!

- সম্পাদক

بسم الله الرحمٰن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا و اله وصحبه، أما بعد:

সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহর জন্য। দরূদ ও সালাম তাঁর বান্দা ও রাসূল আমাদের নবী মোহাম্মদ ও তাঁর পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের উপর! অতঃপর এই যে,

আমি মুসলমান নর ও নারীর সামনে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজ পড়ার পদ্ধতি সংক্ষিপ্তাকারে পেশ করার ইচ্ছা করছি যাতে প্রত্যেক পরিজ্ঞাত (জানা) ব্যক্তি রাসূলকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লাম) হুবহু অনুসরণ করার চেষ্টা করতে পারে। কেননা, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ-

صلوا كما رأيتمونى أصلى

তোমরা নামাজ আদায় কর যেমন ভাবে আমাকে নামাজ আদায় করতে দেখেছ (বুখারী, মিশকাত হা/৬৮৩)

পাঠকবর্গের কাছে নামাজ পড়ার পদ্ধতি গুলোর বর্ণনা এই যে,

১। পরিপূর্ণ পবিত্রতা তা হলো আল্লাহ তায়ালা যেভাবে ওজু করার আদেশ দিয়েছেন সেভাবে ওজু করা।

আল্লাহ্ বলেন ঃ

" يا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين"

অর্থঃ- হে ইমানদারগণ ঃ যখন তোমরা নামাজ পড়ার ইচ্ছা পোষণ কর তখন তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত কর এবং. মাথা মাসেহ ও পায়ের গিট পর্যন্ত ধৌত কর। (সুরা মায়েদাহ- ৬)

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ-

" لاتقبل الصلاة بغير طهور "

"পবিত্রতা ব্যতীত নামাজ কবুল হয় না"

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০০,৩০১)

২। নামাজীর কেবলামুখী হওয়া অর্থাৎ যে ব্যক্তি যেখানেই ফরজ কিংবা নফল নামাজ পড়ার ইচ্ছা করে, তাঁর সমস্ত দেহ, মনসহ কাবার দিকে হ'তে হবে। মুখে নিয়্যত করার প্রয়োজন নেই। কেননা, শরিয়তে এরূপ করার হুকুম নেই। বরং ইহা একটি বিদা'আত*। কারণ রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিংবা ছাহাবাগণ মুখে উচ্চারণ করে নিয়্যত করেন নাই। ইমাম কিংবা একাকী নামাজী সামনে নিশান (চিহ্ন) দাঁড় করিয়ে উহার দিকে নামাজ পড়বে। কারণ রাসূলূল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

কেবলামুখী হওয়া নামাজের জন্য শর্ত। তবে কতিপয় ব্যতিক্রম মাসয়ালাহ ব্যতীত, যার বিস্তারিত বর্ণনা বিভিন্ন কিতাবে রয়েছে।

---

* রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন "সমস্ত বিদ'আতই গোমরাহী এবং সমস্ত গোমরাহীর রাস্তা জাহান্নামের দিকে" (মুসলিম, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৪১) তিনি আরোও বলেন ঃ "আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিদ'আতির বিদ'আতকে পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তাওবার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন (তাবরানী, আত-তারগীব, সিলসিলাতুস সাহীহাহ হাঃ নং- ১৬২০)- সম্পাদক

৩। আল্লাহু আকবর বলে তকবীরে তাহরীমা করতে হবে। সেজদার জায়গার দৃষ্টি থাকবে।

৪। তকবীরের সময় উভয় কাঁধ কিংবা উভয় কান পর্যন্ত হাত উঠাতে হবে।

৫। বুকের উপর হাত রাখতে হবে। ডান হাত উপরে রেখে বাম হাতের কব্জি অথবা বাহু ধারণ পূর্বক রাখতে হবে। কেননা, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবেই করেছেন বলে হাদীছে প্রমাণিত আছে।

৬। প্রাথমিক দু'আ পড়া সুন্নাত। দু'আ হলঃ-

" اللهم باعد بيني و بين خطاياي كما با عدت بين المشرق و المغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم أغسل من خطاياي بالماء و الثلج و البرد-

অর্থ ঃ "হে পরোয়ারদেগার! আমার গুনাহ ও আমার মধ্যে এরূপ দূরত্বের ব্যবধান করে দাও যেরূপ পূর্ব ও পাশ্চিমের মধ্যে দূরত্ব করে দিয়েছ। আমাকে গুনাহ থেকে এরূপ পবিত্র কর যেরূপ নতুন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিস্কার থাকে। হে আল্লাহ! আমার গুনাহ বরফ শীতল পানি দিয়ে ধৌত করে দাও।" (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮১২)

এর পরিবর্তে ইচ্ছা করলে এই দু'আ পড়া যায়।

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك و لا إله غيرك-

অর্থ ঃ ''তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি, তোমার গৌরব অতি উচ্চ, তোমার নাম বরকতময়, তোমার সম্মান মহিমান্বিত তুমি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই''। (তিরমিজী, আবু দাউদ, মিশকাত হা/৮১৫, ৮১৬)

ইহাছাড়া হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত অন্য প্রাথমিক দু'আ পাঠ করা দুষণীয় নয়। বরং কখনো ইহা কখনো উহা করা ভাল। কেননা তাতে পরিপূর্ণ অনুসরণ পাওয়া যায়। অতঃপর বলবেঃ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم

অর্থ ঃ ''আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। পরম দয়ালূ দাতা আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি''। তারপর আলহামদু সুরা পাঠ করতে হবে। কেননা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

''যে ব্যক্তি সুরায়ে ফাতেহা (আলহামদু সুরা) পাঠ না করে তার নামাজ হয় না।'' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮২২)

তারপর উচ্চস্বরের নামাজে আওয়াজ করে আর চুপিস্বরের নামাজে চুপে চুপে আমীন বলবে। তারপর যতটুকু সহজসাধ্য হয় কোরআন পড়বে। জোহর, আছর এবং এশার নামাজে ফাতেহার পর (নাতিদীর্ঘ) আওছাতে মোফাচ্ছাল, ফরজের নামাজে তেওয়াল (দীর্ঘ) এবং মাগরিব নামাজে কখনো দীর্ঘ কখনো ছোট সূরা পড়া ভালো। তাতে এ ব্যপারে বর্ণিত হাদীসের উপর আমল হবে।

৭। হাত দু'খানা উভয় কাঁধ কিংবা উভয় কান পর্যন্ত উঠিয়ে তকবীর সহ রূকু করতে হবে। মাথা পিঠ বরাবর সমান থাকবে এবং হাতের আংগুল ফাঁক করে উভয় হাঁটুতে রাখতে হবে। রূকুতে স্থিরতা থাকা চাই। অতঃপর বলবেঃ

سبحان ربى العظيم

"মহা পবিত্র আমার প্রতি পালক যিনি মহান।"

(আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/ ৮৮১)

৩ বার কিংবা তার চেয়ে বেশী পড়া ভালো। ইহার সাথে এভাবে পড়া মোস্তাহাবঃ-

سبحا نك اللّٰهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلي

অর্থ ঃ হে আল্লাহ হে আমাদের প্রতি পালক! আপনার প্রশংসার সাথে আপনার পবিত্রতা ঘোষনা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। (তিরমিযি, কুতুবে সিত্তাহ, নায়লুল আওত্বার ৩/১০৬)

৮। দু হাত উভয় কাঁধ কিংবা উভয় কান পর্যন্ত উঠিয়ে রূকু থেকে মাথা উঠানোর সময় বলতে হবেঃ

سمع الله لمن حمده

অর্থ ঃ আল্লাহ শোনেন তার কথা যে তাঁর প্রশংসা করে।

যদি ইমাম কিংবা একাকী নামাজী হয়। এবং দাঁড়ানো অবস্থায় বলবেঃ-

ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات و

ملء الارض و ملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد-

অর্থঃ "হে পরোয়াদেগার! তোমার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। তোমার প্রশংসা অসংখ্য উত্তম ও বরকতময়। তোমার প্রশংসা আসমান, যমিন ও উভয়ের মধ্যস্থিত স্থান পরিপূর্ণ এবং এরপর ও যে বস্তুতে তুমি ইচ্ছা কর সেখানেও পরিপূর্ণ"। (মুসলিম)

যদি মোকতাদি হয় তবে মাথা উঠানোর সময় বলবেঃ-

ربنا ولك الحمد..... إلى اخرة-

বর্ণনার শেষ পর্যন্ত।

ইমাম মোকতাদী একাকী নামাজী সবাই যদি এভাবে পড়েন তা জায়েজ।

أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد و كلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد-

"(আল্লাহ) স্তুতি ও প্রশংসা ওয়ালা। বান্দা যা বলে তার চেয়ে ও বেশী তিনি উপযুক্ত আমরা সকলেই তোমার বান্দা। আয় আল্লাহ! তুমি যা দান কর তা রোধ করার কেউ নেই। আর তুমি যা রোধ কর তা দান করার আর কেউ নেই। তোমার দান ছাড়া আর কোন দানে উপকারিতা নেই।" (মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৮২)

এই দু'আ পাঠ করা উত্তম। কেননা ইহা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আর মুকতাদী হলে রুকু থেকে উঠার সময় বলবে ঃ

ربنا و لك الحمد

অর্থঃ- হে আমাদের প্রভূ! আপনার জন্যই যাবতীয় প্রশংসা (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/ ৮৭৪,৭৫,৭৬)

এই সময় সবার জন্য রূকুর পূর্বে দাঁড়ানো অবস্থায় যে ভাবে উভয় হাত বুকের উপর ছিল সেভাবে বুকের উপর হাত রাখা মোস্তাহাব। কেননা, ওয়ায়েল ইবনে হজর, সহল বিন সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হ'তে বর্ণিত রাসূলের হাদীছ দ্বারা ইহা প্রমাণিত।

৯। তকবীরসহ সেজদা করতে হবে। যদি কষ্ট না হয় তবে হাঁটুদ্বয় উভয় হাতের পূর্বে রাখবে। কষ্ট হ'লে উভয় হাত হাঁটুদ্বয়ের পূর্বে রাখা যায়। হাত ও পায়ের আংগুলগুলি কেবলা মুখী থাকবে। হাতের আংগুলি মিলিত ও প্রসারিত থাকবে। সেজদা

৭টি অংগের উপর হয়ে থাকে। কপাল নাকসহ, ২হাত, ২ হাঁটু পদদ্বয়ের অঙ্গুলির পেট সমূহ।
সেজদায় বলতে হবে-

سبحان ربى الأعلى

অর্থঃ মহা পবিত্র আমার প্রতিপালক যিনি সর্বোচ্চ (তিরমিযী, মিশকাত হা/৮৮১)
৩ বার কিংবা ততোধিকবার পড়া সুন্নত। এর সাথে এই দু'আ পড়া মোস্তাহাব।

سبحانك اللهم وبحمدك، اللعم اغفرلى-

অর্থ ঃ হে আল্লাহ হে আমাদের প্রতি পালক! আপনার প্রশংসার সাথে আপনার পবিত্রতা ঘোষনা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। (তিরমিযি, কুতুবে সিত্তাহ, নায়লুল আত্তত্বার ৩/১০৬)
সেজদায় বেশী করে দু'আ করা মোস্তাহাব। কেননা, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ-

أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء فقمن أن يستجاب لكم-

অর্থাৎ রুকুতে তোমরা আল্লাহর মহত্ব বর্ণনা কর, আর তোমরা সেজদার মধ্যে দু'আর প্রচেষ্টা কর। কেননা, দাঁড়ানোর সাথে সাথেই তোমাদের দু'আ কবুল করা হয়।" (মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৪,৮৭৩)

ফরজ কিংবা নফল নামাজ যাহাই হউক না কেন সেজদার মধ্যে আল্লাহর কাছে নিজের ও অন্যান্য মুসলমানগণের জন্য

দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের প্রার্থনা করবে। সেজদার সময় হাত পার্শ্বদেশ থেকে, পেট উরু থেকে এবং উরুদ্বয় পিন্ডলিদ্বয় থেকে আলাদা থাকবে। হাতের কুনই মাটি থেকে উপরে রাখতে হবে। কেননা, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

إعتدلوا فى السجود و لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب

"সেজদায় তোমরা বরাবর থাক। তোমরা কেহ তোমাদের হস্তদ্বয় কুকুরের ন্যায় বিছিয়ে প্রসারিত করো না।" (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮৮৮)

১০। তাকবীর সহ মাথা উঠাবে। বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসবে। ডান পা দাঁড় করাবে এবং হস্তদ্বয় (দুই হাত) হাঁটু ও উরুদ্বয়ের উপর রাখবে এবং বলবে।

رب اغفرلي و ارحمني و اهدني و ارزقني و عافني و اجبرني-

"আয় আল্লাহ! আমাকে মাফ কর, আমার উপর রহম কর, আমাকে হিদায়াত দান কর এবং আমাকে রিজিক দাও, আমাকে সুস্থতা দান কর এবং আমাকে পূর্ণ কর।" (আবু দাউদ তিরমিযী)

এই বৈঠকে স্থিরতা থাকতে হবে।

১১। তাকবীর সহ দ্বিতীয় সেজদা করতে হবে। এবং প্রথম সেজদায় যে সমস্ত কাজ ছিল ঐগুলি ২য় সেজদায় ও করতে হবে।

১২। তাকবীর সহ মাথা উঠাতে হবে এবং ক্ষণিকের জন্য বসতে হবে। যেমন দুই সেজদার মধ্যবর্তী সময় বসা হয়েছিল। ইহাকে প্রশান্তির বৈঠক বলা হয়। ইহা মোস্তাহাব। যদি ইহা কেহ না করে তবে তাতে দোষ নেই। এই বৈঠকে কোনো জিকির বা দু'আ নেই। অতঃপর ২য় রাকাতের জন্য যদি কষ্ট

না হয় হাঁটুতে ভর করে দাঁড়াতে হবে। অক্ষম হলে মাটিতে ভর করে দাঁড়ানো যাবে। তারপর সুরায়ে ফাতেহা ও কোনো সহজ সুরা পড়তে হবে এবং ২য় রাকাতের কাজগুলি ১ম রাকাতের কাজগুলির মত আদায় করতে হবে।

১৩। যদি দু' রাকায়াত ওয়ালা নামাজ হয় (যেমন-ফজর, জু'মা, ঈদের নামাজ) তা হলে ২য় সেজদার পর ডান পা দাঁড় করিয়ে বাম পা বিছিয়ে বসতে হবে। ডান হাত ডান উরুর উপর রেখে শাহাদত অংগুলি ছাড়া সমস্ত অংগুলি মুষ্টিবদ্ধ করে শাহাদত অংগুলি দ্বারা তৌহিদের ইশারা করবে। যদি কনিষ্ঠা ও অনামিকা বন্ধ রেখে মধ্যমা ও বৃদ্ধাংগুলি দ্বারা ইশারা করে তবে তাহা ভালো। কেননা হাদীছে উভয় প্রকারের রেওয়ায়েত রয়েছে। কখনও এভাবে এখনও ওভাবে করা ভালো।

বাম হাত বাম উরূ ও হাঁটুর উপর রাখতে হবে।

অতঃপর এই বসায় তাশাহুদ পড়তে হবে।

তাশাহুদ হলো ঃ-

التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبى و رحمة الله وبركاته السلام علينا و على عباده الله الصالحين أشهد ان لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله-

অর্থঃ সমস্ত সম্মান, সমস্ত উপাসনা ও সমস্ত পবিত্র বিষয় আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার উপরে শান্তি এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত সমুহ নাযিল হউক। শান্তি বর্ষিত হউক আমাদের উপরে ও আল্লাহর নেককার বান্দাদের উপরে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ

ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল (বুখারী, মুসলিম মিশকাত হা/৯০৯)

"তৎপর বলতে হ'বে।"

اللهم صلى على محمد و على ال محمد كما صليت على إبراهيم و على ال إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد و على ال محمد كما باركت على إبراهيم و على ال إبراهيم إنك حميد مجيد

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি রহমত বর্ষণ করুন মুহাম্মদ ও মুহাম্মদের পরিবারের উপরে, যেমন আপনি রহমত বর্ষণ করেছেন ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবারের উপরে নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মাণিত। হে আল্লাহ! আপনি বরকত নাযিল করুন মুহাম্মদ ও মুহাম্মদের পরিবারের উপর। যেমন আপনি বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবারের উপর। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মাণিত। (বুখারী,মুসলিম, মিশকাত হা/৯১৯)

তারপর ৪ বস্তু থেকে মুক্তি প্রাপ্তির জন্য দোয়া পাঠ করবে। তাহা হলো-

اللهم إني أعوذبك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا و الممات ومن فتنة المسيح الدجال-

"আয় আল্লাহ! আমি জাহান্নামের আগুনের আজাব, কবরের আজাব, জীবিত, মৃত অবস্থায় ফেতনা ও দাজ্জালের

ফেতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৯৪১)

এরপর ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে ইচ্ছা মোতাবেক দু'আ করবে। ফরজ নামাজ হউক কিংবা নফল নামাজ ইহাতে মা, বাবার ও অন্যান্য মুসলমানের জন্য দু'আ করা ভালো। কেননা, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন ইবনে মাসউদকে (রাঃ) তাশাহুদ শিক্ষা দিচ্ছিলেন তখন বলেছেন- তোমার কাছে যে দু'আ পছন্দনীয় তা নির্বাচন করে প্রার্থনা কর।'' অন্য ভাবে আছে ''যা ইচ্ছা তাই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর। এগুলি মানব মন্ডলীর ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সার্বিক মংগলের ইংগিত বহণ করে। তৎপর আসসালামু আলাইকুম বলে ডান ও বাম দিকে সালাম ফিরাতে হ'বে।

১৪। যদি ৩ রাকায়াত ওয়ালা নামাজ হয় (যেমনঃ মাগরিবের নামাজ) অথবা ৪ রাকায়াত (যেমনঃ জোহর, আছর, এশার নামাজ) তা হলে উল্লিখিত তাশাহুদের পর দুরূদ পড়তে হবে। অতঃপর আল্লাহু আকবর বলে হাঁটুতে ভর করে দাঁড়িয়ে উভয় হাত কাঁধ কিংবা কান পর্যন্ত উঠিয়ে বুকের উপর পূর্বের ন্যায় রাখবে। তারপর কেবল মাত্র আলহামদু (সুরা ফাতেহা) পড়বে। যদি কেহ কখনো ৩য় ও ৪র্থ রাকায়াতে আলহামদুর অতিরিক্ত কিছু পড়ে তবে তাতে ক্ষতি নেই। কেননা, আবু সাঈদ (রাঃ) বর্ণিত রাসূলের হাদীছে এর উল্লেখ আছে।

মাগরিব নামাজে ৩য় রাকায়াতের পর এবং জোহর, আছর ও এশার নামাজে ৪র্থ রাকায়াতের পর ২ রাকায়াত ওয়ালা নামাজের ন্যায় তাশাহুদ পড়তে হ'বে। তারপর ডান ও বাম

দিকে ছালাম ফিরাবে। এরপর ৩ বার আসতাগফিরুল্লাহ পড়বে। আর ইমাম হলে মোকতাদীর দিকে মুখ ফিরানোর পূর্বে এই দু'আ পড়বে।

اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام-

অর্থঃ হে আল্লাহ আপনিই শান্তি, আপনার থেকেই শান্তি আসে। বরকতময় আপনি, হে মর্যদা ও সম্মানের মালিক।(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬১)

অতপর এই দু'আ পাঠ করবে।

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك و له الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون-

"আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি একক তাঁর কোন শরিক নেই। তিনিই মালিক। তাঁর জন্য সব প্রশংসা তিনি সবকিছু করার একমাত্র অধিকারী। হে আল্লাহ! তুমি যা দান কর তা রোধ করার কেউ নেই এবং যা রোধ কর তা দান করার কেউ নেই। তোমার দান ব্যতীত অন্য দানে উপকারীতা নেই। তোমার শক্তি ছাড়া অন্য কোনো শক্তি নেই। আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। আমরা কেবল মাত্র তোমারই ইবাদত করি। তাঁর জন্য সমস্ত নিয়ামত, তাঁর জন্য সমস্ত ফজিলত এবং তাঁর জন্য সমস্ত প্রশংসা। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। আমরা

তাঁর দ্বীনের জন্য উৎসর্গীত যদিও কাফেরদের কাছে তা অপছন্দনীয়।" (মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬৩)

তারপর ৩৩ বার ছোবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ, ৩৩ বার আল্লাহু আকবর এবং একবার পড়বে-

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير -

অর্থঃ আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁর এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬৭)

আয়াতুল কুরছি, কুলহুয়াল্লাহু আহাদ, ক্বল আউযুবিরাব্বিল ফালাক্ব, ক্বল আউযু বিরাব্বিন্নাস, প্রত্যেক নামাজের পর পড়া যায়। এই ৩টি সুরা ৩ বার করে ফজর ও মাগরিবের পর পড়া মোস্তাহাব। কারণ, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীছে এভাবে বর্ণনা করেছেন। উল্লিখিত দু'আগুলি সুন্নত ফরজ নহে।

মুকিম অবস্থায় নিয়মিত জোহরের পূর্বে ৪ রাকায়াত এবং পরে ২ রাকায়াত, মাগরিবের পর ২ রাকায়াত এবং এশার পর ২ রাকায়াত এবং ফজরের পূর্বে ২ রাকায়াত সর্বমোট ১২ রাকায়াত নামাজ পড়া প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য মুস্তাহাব। এগুলিকে (رواتب) সব সময়ের নামাজ বলা হয়, কেননা রাসূল (ছাঃ) মুকীম (স্বস্থানে অবস্থানকালীন) অবস্থায় এই নামাজগুলি আদায়ের ব্যাপারে অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। সফরের সময় ফজরের সুন্নত ও বিতর নামাজ ব্যতীত উক্ত নামাজগুলি পড়তেন না। ফজরের সুন্নত ও বিতর সর্বাবস্থায় আদায় করতেন।

বিতর ও এই সমস্ত নামাজগুলি ঘরে আদায় করা উত্তম। মসজিদে আদায় করাতে ক্ষতি নেই। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন।

أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة-

"অর্থাৎ ফরজ ব্যতীত অন্যান্য নামাজ ঘরে পড়া উত্তম।" (আহমদ, আবু দাউদ) উল্লিখিত নামাজগুলি বেহেশত পাওয়ার ওছিলা স্বরূপ। কারণ বিশ্ব নবী এরশাদ করেছেন।

من صلى اثنتي عشرة ركعة فى يومه وليلته تطوعا بنى الله له بيتا فى الجنة-

"অর্থাৎ যে ব্যক্তি দিনে-রাতে ১২ রাকায়াত নফল নামাজ পড়ে আল্লাহ তাঁর জন্য বেহেশ্‌তে একটি ঘর তৈরী করেন।" (মুসলিম, তিরমিযী)

যদি কেউ আছরের পূর্বে ৪ রাকায়াত, ২ রাকায়াত মারিবের পূর্বে ও ২ রাকায়াত এশার পূর্বে পড়ে তবে তা উত্তম। কেননা এর সঠিকতার উপর রাসূল (ছাঃ) এর হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তৌফিকদাতা!

অসংখ্য দরূদ ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহর উপর এবং তাঁর আহল ও ছাহাবা এবং যারা সঠিক ভাবে তাঁকে কিয়ামত পর্যন্ত অনুসরণ, অনুকরণ করবে তাঁদের উপর।

** পবিত্র কোরআন ও বিশুদ্ধ বা ছহীহ হাদীছের দলীল সহ নামায সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে ডঃ আসাদুল্লাহ আল গালিব এর **"ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)"** পড়ূন!- সম্পাদক

O